দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 6 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

## শিশু শিক্ষার নামে

কথায় বলে, "ঘুমিয়ে আছে জাতির পিতা সব শিশুরই অন্তরে"। অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে প্রতিটি শিশুর ভিতরে। আর এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সঠিক দিকনির্দেশনা, পরিচালনা ও বয়স, শ্রেণী, প্রকৃতি ও মেধা অনুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন। শিশু মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ও কোমল। তাই তাদের মস্তিষ্কের সুন্দর বিকাশে সহায়তা করার জন্য সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করা আবশ্যক। অথচ, বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে শিশু শিক্ষার নামে শিশুদের মস্তিষ্ক বিনাশেরই ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতেই ১২/১৩ খান পাঠ্য বই যে বয়সে শিশুদের পুতুল খেলার কথা— সেই বয়সে শিশুরা ১২/১৩টি বই পড়লে মস্তিষ্কের ওপর অত্যধিক চাপ পড়বে যা তাদের বিকাশের পরিবর্তে বিনাশই ঘটাবে। জানি না বিদগ্ধ পাঠ্যক্রম রচয়িতারা কোন্ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে শিশুদের জন্য এহেন বিবেচনাহীন কঠিন শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করলেন! সত্যি ভাবতে অবাক লাগে ছোট ছোট শিশুরা যখন উঁচু শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মতো একগাদা বই পড়ে। পাঠ্যক্রম রচয়িতা পন্ডিতগণ মনে হয় শিশুদের একবারেই পন্ডিত বানাতে চান। আসলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুরা কোন কালেই পন্ডিত তো হবেই না বরং মস্তিষ্কের উর্বরতা হারিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই, অফুরন্ত সম্ভাবনাময় আমাদের সোনার শিশুদের রক্ষা করার জন্য পাঠ্যক্রম রচয়িতাদেরসহ শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় আরজ, আপনারা অতি যত্নসহকারে শিশুদের ক্রমবিকাশের স্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করুন। অন্যথায়, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির পিতারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

—মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ,
বি-২, জি-৪, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।